ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ।। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আসলাম নিহত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে গুলীতে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ঢাকার নিউমডেল ডিগ্রী কলেজের ছাত্র মাজহারুল হক আসলাম নিহত এবং কয়েকজন ছাত্র আহত হয়েছেন। গুরুতরভাবে আহত নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তোলারাম কলেজের ছাত্র মইনউদ্দীন ওরফে মানিক ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। আহত ৬।৭ জন পিজি হাসপাতালে এবং ৮।১০ জন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন বলে উক্ত দু'টি হাসপাতাল থেকে জানা গেছে।

এই সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩০ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ এবং শতাধিক হাতবোমা ও ক্রেকার ফাটানো হয়।

সংঘর্ষ চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা রীতিমত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। গুলীবর্ষণ ও বোমবাজিতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দৌড়ে কলাভবন এলাকা ছেড়ে যেতে দেখা যায়। এই সময়ে ক্লাসও বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্মও বন্ধ হয়। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ির দিকে থাকলেও এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, সকাল সোয়া ১১-টার দিকে লাঠি, হকিস্টিক, হাতবোমা প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে সার্জেণ্ট জহুরুল হক হলের দিক থেকে ছাত্রদের একটি বিরাট মিছিল কলাভবন এলাকা ও মধুর ক্যাণ্টিন হয়ে সূর্যসেন হল ও মহসিন হল এলাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময় বেশ কয়েকটি হাতবোমা ও ক্রেকার ফাটানো হয়। মিছিলটি সূর্যসেন হল ও মহসিন হলের কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছলে উক্ত দু'টি হল থেকে মিছিলকারীদের বিপক্ষীয় ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা মিছিলকে লক্ষ্য করে বোমা ও ক্রেকার নিক্ষেপ করে। মিছিলকারীরাও পাল্টা হাতবোমা নিক্ষেপ করে। ২/৩ মিনিট পর্যন্ত দু'পক্ষের মধ্যে হাতবোমা ও

জগন্নাথ কলেজে গতকালও বোমাবাজি হয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল রোববার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বোমাবাজি ও ফাঁকা গুলীবর্ষণ হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, সকাল ১০টা থেকে দুপুর পর্যন্ত উক্ত কলেজে কম পক্ষে ২৫টি হাতবোমা ও ক্রেকার ফাটানো হয়। এই সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩ রাউণ্ড ফাঁকা গুলীবর্ষণের আওয়াজও পাওয়া গেছে। কেউ আহত হয়নি বলে পুলিশসূত্রে বলা হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং উপদলীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় জাতীয় ছাত্র সমাজের দু'টি গ্রুপের কর্মীরা গত কয়েক দিন থেকে কলেজে বোমাবাজি ও ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে চলেছে।